সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৪৫৮
WEEKLY BOOKLET:458

"মিনহাজুল আবেদীন"

থেকে ৩৮টি মাদানী ফুল (পর্ব: ১)



গুনাহ থেকে বাঁচার ব্যবস্থাপত্র	০৪
অন্তরের কালিমার আলামত	০৮
ইবাদতের মধ্যে কিভাবে অন্তর অবনত হবে?	১০
শয়তানকে তাড়ানোর দুটি পদ্ধতি	১৬

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

"মিনহাজুল আবেদীন"

থেকে ৩৮টি মাদানী ফুল (পর্ব: ১)[১]

আত্তারের দোয়া: হে রাব্বে কারিম! যে কেউ এই পুস্তিকা **"মিনহাজুল আবেদীন"** থেকে ৩৮টি মাদানী ফুল (পর্ব ১) পড়ে বা শুনে নিবে তাকে তোমার ও তোমার মাহবুবের সত্যিকার ভালোবাসা দান করো এবং তাকে তার মা-বাবা সহ বিনা হিসাবে ক্ষমা করো। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরুদ শরীফের ফযিলত

আখেরী নবী, রাসূলে হাশেমী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

অর্থাৎ যে কেউ এইভাবে দরুদ শরীফ পাঠ করে তার জন্য আমার শাফায়াত ওয়াজিব হয়ে যায়। (মুজামু কবীর, ৫/২৫, হাদিস: ৪৪৮০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

১. এই পুস্তিকা আল মদীনাতুল ইলমিয়্যার কিতাব "মিনহাজুল আবেদীন" (উর্দু) থেকে সংকলন করা হয়েছে।

www.dawateislami.net

(১) জান্নাত ও জাহান্নাম

হাদিসে পাকে রয়েছে: اِنَّ الْجَنَّةَ حُفَّتْ بِالْمَكَارِهِ وَاِنَّ النَّارَ حُفَّتْ بِالشَّهَوَات অর্থাৎ জান্নাতকে কষ্ট দ্বারা এবং জাহান্নামকে কামনা লালসা দ্বারা ঢেকে দেওয়া হয়েছে। (মুজামু কবীর, ৯/১০৪, হাদিস: ৮৫৪৬, মিনহাজুল আবেদীন, পৃ: ১৬)

উল্লেখিত হাদিসে পাকে এই কথার উল্লেখ রয়েছে যে, আল্লাহ পাক জাহান্নামকে কামনা দ্বারা ঢেকে দিয়েছেন অর্থাৎ জাহান্নামের দিকে যাওয়া রাস্তা বাহ্যত খুবই প্রফুল্য দেখা যায়, এই রাস্তার উপর চলাটা খুবই সহজ আর এটা থেকে বাঁচাটা খুবই কঠিন, এই রাস্তায় কদমে কদমে নফসের জন্য আনন্দ রয়েছে, এই কারণে নফসও এই রাস্তায় চলতে আগ্রহ দেখায়, কিন্তু বাহ্যত প্রফুল্য দেখা এই রাস্তা মানুষকে জাহান্নামের দিকে ধাক্কা দেয়। যেমনিভাবে জাহান্নাম কামনা লালসা দ্বারা আবর্তন হয়ে আছে, তেমনিভাবে জান্নাতকেও আল্লাহ পাক কষ্ট দ্বারা ঢেকে দিয়েছেন। জান্নাত স্বয়ং নিজে খুব সুন্দর কিন্তু তার দিকে যাওয়া রাস্তাটি খুবই কঠিন। প্রখ্যাত মুফাস্সির, হাকিমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: জাহান্নাম নিজে খুবই বিপদজনক কিন্তু তার রাস্তায় অসংখ্য নকল ফুল ও বাগান রয়েছে, দুনিয়ার গুনাহ, অপকর্ম যেটা বাহ্যত খুব সুন্দর দেখতে, এটাই তো জাহান্নামের রাস্তা। জান্নাত অত্যন্ত ফলন্ত বাগান কিন্তু এর রাস্তা খুবই কাটাদার, যেটা অতিক্রম করা নফসের জন্য খুবই ভারি। নামায, রোজা, হজ্ব, যাকাত, জিহাদ, শাহাদাত তো জান্নাতেরই রাস্তা। সদা সর্বদা আনুগত্য, কামনা লালসা থেকে বিচ্ছিন্নতা আসলেই খুবই কঠিন জিনিস।

(মিরাতুল মানাজিহ, ৭/৫) (ফয়যানে রিয়াদুস সালেহীন, ২/১৯১)

www.dawateislami.net

(২) সফল লোক

আল্লাহ পাকের শপথ! এই জান্নাতের রাস্তা খুবই কঠিন এবং বিপদ জনক, এই কারণে এই রাস্তার উপর গমনকারী খুবই স্বল্প, বর্ণিত আছে: اَلْمَطْلُوْبُ قَلَّ الْمُسَاعِدُ اِذَاعَظُمَ অর্থাৎ যখন প্রত্যাশিত জিনিস বড় হয় তখন চেষ্টাকারী খুবই স্বল্প হয়। অতঃপর এই রাস্তার উপর গমনকারীদের মধ্যে খবুই স্বল্প সংখ্যক অটল থাকতে পারে এবং তার মধ্যে হতে খুবই স্বল্প সংখ্যক গন্তব্য পর্যন্ত পৌঁছতে সফলকাম হয়। প্রকৃতপক্ষে তারাই সম্মানিত হয়ে থাকেন যাদেরকে আল্লাহ পাক তাঁর মারিফত ও ভালোবাসার জন্য নির্বাচিত করেছেন এবং তাঁর সামর্থ্যে তাদেরকে হেফাজত করেছেন, অতঃপর নিজের দয়ায় তাদেরকে তাঁর সন্তুষ্টি এবং জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন। আমরা দোয়া করি যে, আল্লাহ পাক তাঁর রহমতের মাধ্যমে আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে সফলকাম লোকদের মধ্যে অর্ন্তভুক্ত করেন। (মিনহাজুল আবেদীন, পৃ: ১৭)

(৩) ইবাদতের পূর্বে তাওবা

বান্দা যখন ইবাদতের মধ্যে ব্যস্ত হতে থাকে তখন নিজের দিকে দৃষ্টি দিবে যে, আমিতো গুনাহ ও ত্রুটি বিচ্যুতিতে নিমজ্জিত আছি, অধিকাংশ লোকের এই অবস্থা। অতঃপর নিজেকে বলুন: আমি ইবাদতের রাস্তায় কিভাবে ধাবমান হতে পারি অথচ আমিতো গুনাহে নিমজ্জিত আর এই মূহুর্তে সেটার উপরই অটল আছি, সুতরাং প্রয়োজন হলো প্রথমে গুনাহ থেকে তাওবা করা যাতে আল্লাহ পাক আমাকে ক্ষমা করেন এবং আমি যেন গুনাহের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পাই এবং আমি সেটার নাপাকী থেকে পাক পবিত্র হয়ে ইবাদতের নৈকট্যতার যোগ্য হয়ে যাই। (মিনহাজুল আবেদীন, পৃ: ২৩)

www.dawateislami.net

(৪) নফসকে কাবু করার জন্য

ইবাদতের রাস্তায় আসা প্রতিবন্ধকতাকে দূর করার জন্য যেই চারটি জিনিসের প্রয়োজন হয় সেগুলো হলো: (১) দুনিয়া থেকে বিমুখ হওয়া (২) মাখলুক থেকে একাকী থাকা (৩) শয়তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং (৪) নফসের বিরোধিতা। এগুলোর মধ্যে নফসের বিষয়টি খুবই কঠিন কারণ এটা থেকে আলাদা হওয়া যায় না, আর না শয়তানের মতো এর উপর একেবারে কঠোরতা করে পরিপূর্ণভাবে বিজয়ী হওয়া যায়, কারণ এটা ইবাদতের বাহন এবং মাধ্যম, বান্দা যেই ইবাদতেরই ইচ্ছা করুক না কেন তার দিকে মনোনিবেশ হওয়া উচিত, নফসের কাছ থেকে তার মত অনুসারে আশা করা যায় না কারণ নেকী ও কল্যাণের বিরোধিতা করা এবং কামনার অনুসরণ করা তার স্বভাবের মধ্যে অর্ন্তভুক্ত। এহেন পরিস্থিতিতে নফসকে তাকওয়ার লাগাম দেওয়া জরুরি যাতে নফস অবাধ্যতা ও বিরোধিতা না করে এবং বান্দার অনুগত থাকে এবং বান্দা তাকে নেক ও ভালো কাজে ব্যবহার করতে পারে এবং ধ্বংস ও ফাসাদের জায়গা থেকে বাধা দেয়। এইভাবে ঘাটি পার হওয়ার চিন্তা করবে এবং এই ক্ষেত্রে আল্লাহ পাকের সাহায্য চাইবে। (মিনহাজুল আবেদীন, পৃ: ২৪)

(৫) গুনাহ থেকে বাঁচার ব্যবস্থাপত্র

ভয় এটাই যে, বান্দা আল্লাহ পাকের তৈরিকৃত বেদনাদায়ক আজাব এবং তার পক্ষ থেকে বিভিন্ন ধরনের শাস্তি ও অপদস্ততার হুমকিকে ভয় করলে তো এই ভয় নফসকে গুনাহ করার ব্যাপারে ভীত ও বিরত রাখবে। অতঃপর এখানে বান্দাকে ইবাদতের উপর উদ্বেলিতকারী জিনিসের রাস্তার সম্মুখীন হতে হয় আর সেটাকে অতিক্রম করার জন্য ভয় ও আশার

www.dawateislami.net

প্রয়োজন, সুতরাং আল্লাহ পাকের তাওফিকে এই রাস্তা অতিক্রম করা শুরু করে দিন। (মিনহাজুল আবেদীন, পৃ: ২৬)

(৬) ইলম ও আমলের উদাহরণ

ইলম গাছ আর আমল ফলের মতো, কৃতিত্ব গাছেরই কারণ সেটা মূল তবে ওই গাছের উপকার ওই ফল থেকেই পাওয়া যায়, এই কারণে হুযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَلْعِلْمُ اِمَامُ الْعَمَلِ وَ الْعَمَلُ تَابِعُهٗ অর্থাৎ ইলম আমলের পরিচালক আর আমল সেটার অনুসরণকারী।

(আত্তারগীব ওয়াত তারহীব, ১/৫২, হাদিস: ৮, মিনহাজুল আবেদীন, পৃ: ৩২)

(৭) ইলমে দ্বীন শিখা আবশ্যক

কখনো তুমি পরিপক্ক রিয়ার মধ্যে পড়ে থাকে আর সেটাকে আল্লাহ পাকের প্রশংসা এবং লোকদেরকে কল্যাণের দিকে আহবান করা মনে করে থাকো, তো এইভাবে তুমি গুনাহকে নেকী এবং পাকড়াও যোগ্য কাজকে বড় সাওয়াবের মধ্যে গণ্য করতে থাকো, অতঃপর তুমি বড় ধোকা ও বড় উদাসিনতায় লিপ্ত হয়ে যাও। আল্লাহ পাকের শপথ! ইলম বিহীন আমলকারীর জন্য এটা অনেক বড় মুসিবত। (মিনহাজুল আবেদীন, পৃ: ৩৬)

(৮) ঝগড়া থেকে বাঁচুন

বাকবিতন্ডা ও টানাটানি থেকে বেঁচে থাকাটা তোমাদের জন্য জরুরি কারণ এটা এমন এক রোগ যেটার কোন ঔষধ নেই, সুতরাং এটা থেকে বাঁচতে নিজের সমস্ত চেষ্টা লাগিয়ে দাও, কারণ যেই এই রোগে আক্রান্ত হয়ে যায় সে কখনো সফল হয় না সে ব্যতীত, যাকে আল্লাহ পাকের রহমত ও দয়া ঢেঁকে নেয়। (মিনহাজুল আবেদীন, পৃ: ৪১)

www.dawateislami.net

(৯) নাজাতের রাস্তা

ইলমের ঘাঠি যদিও খুবই কঠিন কিন্তু উদ্দেশ্য ও প্রত্যাশিত বিষয় (অর্থাৎ ইবাদত ও নাজাত) পর্যন্ত পৌঁছার এটাই রাস্তা। (মিনহাজুল আবেদীন, পৃ: ৪২)

(১০) ইলমের মুখাপেক্ষী

হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আমি মেরাজের রাতে জাহান্নামে উঁকি দিলাম তখন আমি অধিক সংখ্যক ফকীরকে দেখলাম। সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরজ করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! সম্পদের দিক দিয়ে ফকীর? ইরশাদ করলেন: ইলমের দিক দিয়ে ফকীর।

(মিনহাজুল আবেদীন, পৃ: ৪৪)

(১১) গুনাহের ফলশ্রুতি

যে বিভিন্ন ধরনের ময়লা আবর্জনায় মিশ্রিত থাকে, সে আল্লাহ পাক থেকে মোনাজাতের নৈকট্য কিভাবে পেতে পারে? নিঃসন্দেহে গুনাহের উপর অটল থাকা ব্যক্তি নেক আমলের তাওফিক খুব কমই পায় এবং ইবাদতের জন্য তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রস্তুত হয় না। অতঃপর যদি ইবাদতের তাওফিক মিলেও যদি যায় তবে খুবই কষ্টের মাধ্যমে তা আদায় করে, যেখানে না কোন মজা স্বাদ থাকে আর না পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, আর এইগুলো সব গুনাহের কারণে এবং তাওবা বর্জন করার কারণে হয়ে থাকে।

(মিনহাজুল আবেদীন, পৃ: ৪৭)

(১২) পরিপক্ক তাওবা নসীব হবে

যে সূর্যের গরম, সিপাহীর থাপ্পড় এবং পিপড়ার কামড় সহ্য করতে পারে না সে জাহান্নামের আগুনের গরম, আজাবের ফেরেশতাদের মার এবং

www.dawateislami.net

বড় উটের গর্দানের মতো সাপ এবং খচ্চরের মতো বিচ্ছুর দংশন কিভাবে সহ্য করবে? যেগুলো গজব ও ধ্বংসের জায়গায় অর্থাৎ (জাহান্নাম) আগুন থেকে তৈরি করা হয়েছে। আমরা বারংবার আল্লাহ পাকের অসন্তুষ্টি এবং আজাব থেকে আশ্রয় চায়। যদি তোমরা এই ভয়ানক বিষয়গুলো সব সময় মনে রাখো এবং সকাল সন্ধ্যা ও রাতে সেগুলোর স্মরণ তাজা করতে থাকো তবে অতিসত্বর তোমাদের গুনাহ থেকে পরিপক্ক তাওবা নসীব হয়ে যাবে। আল্লাহ পাক তাঁর দয়ায় তাওফিক দান করুন। (মিনহাজুল আবেদীন, পৃ: ৫১)

(১৩) প্রত্যেক গুনাহ থেকে বাঁচা সম্ভব

যদি তোমরা বলো যে, মানুষের জন্য এমন হওয়া কিভাবে সম্ভব যে, তার থেকে কোন সগীরা বা কবীরা (অর্থাৎ ছোট ও বড়) গুনাহই হবে না? তবে তোমাদের জানা উচিত যে, এমনটি হওয়া সম্ভব তো বটে বরং সহজও আর আল্লাহ পাক তাঁর রহমতের মাধ্যমে যাকে চান বিশেষ দয়া করেন।

(মিনহাজুল আবেদীন, পৃ: ৫৩)

(১৪) তাওবার বরকত

তাওবার করার মাধ্যমে তোমাদের দুটি বড় কল্যাণের মধ্যে থেকে একটি অবশ্যই নসীব হবে। (১) সত্যিকার পাকাপোক্ত তাওবার উপর অটলতা নসীব হয়ে যাবে অথবা (২) অতীতের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।

(মিনহাজুল আবেদীন, পৃ: ৫৪)

(১৫) সত্যিকার তাওবা কত বড় সৌভাগ্য

হযরত সায়্যিদুনা উস্তাদ আবু ইসহাক ইসফারাইনী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আমলদার আলিম ছিলেন, তিনি বলেন: আমি ৩০ বছর যাবৎ আল্লাহ

www.dawateislami.net

পাকের কাছে দোয়া করেছি যে, তিনি যেন আমাকে সত্যিকার তাওবার তাওফিক দান করেন। অতঃপর আমি নিজের উপর আশ্চার্য্য হয়ে বললাম, سُبْحٰنَاللّٰه আমি ৩০ বছর থেকে আল্লাহ পাকের কাছে একটি হাজত প্রার্থনা করে আসছি কিন্তু সেটা আজ পর্যন্ত পূরণ হয়নি। অতঃপর আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, একজন বক্তা আমাকে বলছে: তুমি এই বিষয়ের উপর আশ্চর্য্য হচ্ছো? তুমি কি জানো যে, আল্লাহ পাকের কাছে কী প্রার্থনা করছো? তুমি এই প্রার্থনা করছো যে, আল্লাহ পাক যেন তোমাকে তাঁর প্রিয় পছন্দনীয় বান্দা বানিয়ে নেন। (মিনহাজুল আবেদীন, পৃ: ৫৭)

(১৬) গুনাহ করবেন না, যদি হয়ে যায় তবে তৎক্ষনাৎ তাওবা করুন

তোমাদের শয়তান ও বালয়াম বিন বাউরার ব্যাপারটি (আল্লাহ পাকের তাদের ব্যাপারে গোপন ফায়সালা) ভুলে যাওয়া উচিত নয়, তাদের ব্যাপারটি হলো প্রথম অবস্থা গুনাহ এবং শেষ অবস্থা কুফরীর উপর হয়েছিল এবং উভয়ই সব সময়ের জন্য ধ্বংসশীলদের সাথে ধ্বংস হয়ে গেলো।

(মিনহাজুল আবেদীন, পৃ: ৫৮)

(১৭) অন্তরের কালিমার আলামত

অন্তরের কঠোরতার ব্যাপারে একেবারে নির্ভীক হয়ে যাবেন না এবং নিজের অবস্থার উপর চিন্তা ভাবনা করতে থাকা, এক বুজুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: অন্তর গুনাহের কারণে কালো হয়ে যায় এবং অন্তরের কালিমার পরিচিতি হলো এটাই যে, তোমাদের গুনাহের ব্যাপারে কোন ভয় হবে না, নেকী করার কোন সুযোগ হবে না এবং ওয়াজ নসীহতের মাধ্যমে কোন

www.dawateislami.net

উপকার হবে না। সাবধান! কোন গুনাহকে ছোট মনে করো না এবং কবীরা গুনাহের উপর অটল থেকে নিজেকে তাওবাকারী মনে করো না। কবির এই কথার উপর গভীর চিন্তা করুন।

لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الذُّنُوْبِ اَقَلَّهَا اِنَّ الْقَلِيْلَ مِنَ الدَّوَامِ كَثِيْرٌ

অর্থাৎ সামান্য গুনাহকে কখনোই তুচ্ছ মনে করো না কারণ সব সময় গুনাহ করার কারণে **"সামান্য"** অধিক হয়ে যায়। (মিনহাজুল আবেদীন, পৃ: ৫৯)

(১৮) আল্লাহ পাকের নেককার বান্দার শান:

فَكَيْفَ تَرٰى حَالَ مَنْ لَّا يَتُوْبُ يَخَافُ عَلٰى نَفْسِهٖ مَنْ يَّتُوْبُ

অর্থাৎ তাওবাকারী নিজের ব্যাপারে ভীত, তবে তোমার ধারনা মতে তাওবা না কারীর অবস্থা কেমন হওয়া উচিত। (মিনহাজুল আবেদীন, পৃ: ৬০)

(১৯) জীবনে একবার এমনও করুন:

গোসল করো, পরিস্কার পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিধান করো এবং চার রাকাত এমন ভাবে পড়ো যেমনটি পড়ার হক, অতঃপর নিজের চেহারাকে জমিনের উপর এমন জায়গায় রাখো যেখানে তোমাকে আল্লাহ পাক ছাড়া আর কেউ দেখছে না, এরপর নিজের মাথার উপর মাটি ঢালো, তারপর সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত নিজের চেহারাকে ধূলিময় করো। এমনভাবে যে নিজের চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হয়, অন্তর ব্যথায় নিমজ্জিত, আওয়াজ উচু এবং আহবান নিচু হবে এবং যতটুকু হয় তুমি এক একটি গুনাহকে স্মরণ করে নিজেকে তিরস্কার করো এবং নিজের নফসকে তিরস্কার করে বলো: হে নফস! তোমার কি লজ্জা হয় না? তুমি কি তাওবা

www.dawateislami.net

করতে পারো না? তোমার মধ্যে আল্লাহ পাকের আজাব সহ্য করার ক্ষমতা আছে? তুমি কি আল্লাহ পাককে অসন্তুষ্ট করতে চাও? এইভাবে করতে করতে কান্না করে পুনরায় দয়াময় প্রতিপালকের দরবারে হাত প্রসারিত করো এবং আরজ করো: ইলাহী: পলাতক গোলাম তোমার দরবারে উপস্থিত, তোমার অবাধ্য বান্দা সংশোধনের দিকে ফিরে এসেছে। তোমার গোনাহগার বান্দা তোমার কাছে ক্ষমা চাচ্ছে। ইলাহী! আমাকে তোমার দয়ায় ক্ষমা করো এবং তোমার অনুগ্রহে আমাকে কবুল করো এবং আমার উপর তোমার দয়ার দৃষ্টি দান করো। ইলাহী! আমার অতীতের গুনাহ ক্ষমা করে দাও এবং আগামীতে গুনাহ থেকে নিরাপদ রাখো, নিশ্চয় সকল কল্যাণ তোমার কুদরতী হাতে এবং আমাদের উপর দয়ালু ও মেহেরবান।

(মিনহাজুল আবেদীন, পৃ: ৬১)

(২০) ইবাদতের মধ্যে কিভাবে অন্তর অবনত হবে?

হযরত সায়্যিদুনা সালমান ফারসী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: বান্দা যখন দুনিয়া থেকে বিমুখ হয়ে যায় তখন তার অন্তর হিকমত দ্বারা আলোকিত হয়ে যায় এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ইবাদত করার ক্ষেত্রে তার সাহায্যকারী হয়ে যায়। এই কথাটা মনে রেখো। **(মিনহাজুল আবেদীন: পৃ: ৬৫)**

(২১) বন্ধুর শত্রু

দুনিয়া আল্লাহর শত্রু অথচ তুমি আল্লাহর সাথে ভালোবাসা পোষনকারী। আর যে কাউকে ভালোবাসে সে তার শত্রুর প্রতি ঘৃণা রাখে।

(মিনহাজুল আবেদীন, পৃ: ৬৯)

www.dawateislami.net

(২২) আউলিয়ায়ে কেরামের رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِمۡ শান

যেখানে হালাল থেকে বিমুখতার কথা বলা হচ্ছে এটা হলো আবদালদের(অর্থাৎ আউলিয়ায়ে কেরাম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِمۡ) এর বৈশিষ্ট্য। তাঁরা হালাল থেকেও প্রয়োজন অনুসারে নিয়ে থাকে অথচ হারাম তো তাঁদের কাছে আগুন, সেটা নেওয়া তো দূরের কথা তাঁদের অন্তরে সেটার ধারণাও আসে না। (মিনহাজুল আবেদীন, পৃ: ৬৯)

(২৩) প্রয়োজন থেকে অধিক হালাল ব্যবহার করার উদাহরণ

এক ব্যক্তি সকল প্রয়োজনীয় বিষয়ের প্রতি বিশেষ খেয়াল রেখে খুব উন্নত মানের হালুয়া তৈরি করলো কিন্তু তৈরি করার পর সেখানে এক ফোটা বিষ ঢেলে দিলো, বিষ ঢালার সময় এক ব্যক্তি সেটা দেখছিল এবং আরেকজন ছিল যে সেটা দেখেনি, সুতরাং যখন উভয়ের সামনে সেই উন্নত মানের হালুয়া খাবারটি খাওয়ার জন্য রাখা হবে, যে বিষ মিশ্রিত খাবারটির বিষয়ে অবহিত সে সেটা থেকে বেঁচে থাকবে বরং তার অন্তরে সেটা খাওয়ার খেয়ালও আসবে না। আর সেটা তার জন্য আগুন বরং তার চেয়েও মারাত্মক কারণ সে তাতে বিদ্যমান বিপদটি সম্পর্কে জানে, সুতরাং সে সেটার বাহ্যিক শ্রেষ্টত্বের কারণে ধোকা খাবে না আর তার বিপরীতে যে বিষ মিশানোটা দেখেনি সে সেটার বাহ্যিক শ্রেষ্টত্ব ও সৌন্দর্য্যের দ্বারা ধোকা খেয়ে সেটার প্রতি লালায়িত থাকবে এবং সেটা থেকে বেঁচে থাকা ব্যক্তির উপর আশ্চার্য্য হবে বরং তাকে বোকা মনে করবে, এই অবস্থা দুনিয়ার হারামেরও, দৃষ্টিসম্পন্ন (অর্থাৎ অন্তরের আলোকিত চোখ বিশিষ্ট ব্যক্তি

www.dawateislami.net

এবং) অটল থাকা ব্যক্তি এটা থেকে বেঁচে থাকে আর বেখবর ও উদাসীন ব্যক্তি সেটার প্রতি আগ্রহ রাখে। এমনই দুনিয়ার হালাল ওই সকল বিবেকবানদের জন্য এই হালুয়ার মতো যেটাতে প্রস্তুতকারী বিষ তো ঢালেনি তবে থুথু দিয়েছে অথবা নাক ঝেড়েছে, সুতরাং এই কাজটি যে করতে দেখেছে সে তা অপছন্দ করবে, দূরে সরে থাকবে এবং চরম প্রয়োজন ছাড়া সেটা ব্যবহার করবে না। আর যে সেটা দেখেনি তার জানা নেই যে, তাতে কি আছে, সে সেটার বাহ্যিক দৃশ্য দেখে ধোকা খাবে এবং সেটা পছন্দ করে সেটার প্রতি লালায়িত থাকবে। সুতরাং এই দুইটাই দৃষ্টিসম্পন্ন ও অটল থাকা ব্যক্তি এবং উদাসীন ও উৎসাহীর জন্য দুনিয়ার হালালের উদাহরণ। চিন্তা করুন যে, উভয় ব্যক্তি সৃষ্টি ও স্বভাবে এক কিন্তু শুধুমাত্র দেখার কারণে উভয়ের অবস্থা ভিন্ন হয়ে গেলো, একজনে দেখলো আর তার জানা হয়ে হয়ে গেলো অথচ অপরজন দেখেনি সুতরাং সে অজ্ঞাত রইল। যদি আগ্রহ রাখা ব্যক্তিও বেঁচে থাকা ব্যক্তির মতো দেখে নিতো এবং জেনে যেতো তবে সেও অবশ্যই বাঁচতো। আর এমনিভাবে প্রত্যক্ষকারি যদি না দেখতো এবং না জানতো তবে আগ্রহকারির মতো সেও অবশ্যই আগ্রহ রাখতো। (মিনহাজুল আবেদীন, পৃ: ৭০)

(২৪) পরিচিত ব্যক্তিদের দুঃখ

হযরত সায়্যিদুনা সুফিয়ান সাওরী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর দরজায় লিখা ছিল: আল্লাহ পাক তাকে উত্তম প্রতিদান দান করুক, যে আমাকে চিনে না। আর এমন প্রতিদান সেটা আমার বন্ধুকেও দান না করুক কারণ আমি যা কষ্ট পেয়েছি তা বন্ধুর কাছ থেকেই পেয়েছি। (মিনহাজুল আবেদীন, পৃ: ৭৯)

www.dawateislami.net

(২৫) ওলামা ও মুফতীয়ানে কেরাম এবং সর্বসাধারণের সাথে মেলামেশা

মানুষ দ্বীনি বিষয়ে যে ব্যক্তির মুখাপেক্ষী, এমন ব্যক্তিকে মানুষদের সাথে মেলামেশা রাখার জন্য দুটি জিনিসের খুব প্রয়োজন (১) দীর্ঘ ধৈর্য্য, অধিক সহনশীলতা, নম্রতা পূর্ণদৃষ্টি এবং সদা সর্বদা আল্লাহ পাকের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা। (২) মানুষদের কাছ থেকে এমনভাবে আলাদা থাকা যে, শুধুমাত্র শারীরিকভাবে তাদের সাথে থাকবে। যদি তারা তার সাথে কথা বলে তবে এটাও করবে যে, যদি তারা সাক্ষাতের জন্য আসে তবে তাদের মর্যাদা অনুসারে তাদেরকে সম্মান করবে এবং কৃতজ্ঞতা আদায় করবে, যদি তারা কথা না বলে এবং আলাদা থাকে তবে তারও যেন তাদের কোন পরওয়া না হয়, যদি মানুষ সত্য ও কল্যাণের উপর থাকে তবে সে তাকে সাহায্য করবে আর যদি তারা মন্দতা এবং অহেতুক কাজ করে তবে তাদের বিরোধিতা করবে এবং তাদের থেকে আলাদা হয়ে যাবে, তবে হ্যা, যদি আশা করা যায় যে, আমার কথা মেনে নিবে তবে তাকে নিষেধ করবে। পাশাপাশি মানুষের হক যেমন তাদের সাথে সাক্ষাত এবং তাদের রোগের সেবা করবে। আর যদি তাদের কাছে কোন অভাবী আসে তবে নিজের সামর্থ্য অনুসারে তার অভাব পূরণ করবে, এমনিভাবে নিজের কাজের উপর তার পক্ষ থেকে কোন ধরনের প্রতিদানের আশা করবে না এবং তার এই কাজকে অভদ্রতা ও অমূল্যহীন মনে করবে না, বরং সম্ভব হলে স্বয়ং নিজে খরচ করবে এবং মানুষ দিলে তার কাছ থেকে নিবে না, মানুষের পক্ষ থেকে পাওয়া কষ্ট সহ্য করবে এমনকি তাদের সাথে হাস্যোজ্জ্বল হয়ে সাক্ষাত করবে, নিজের প্রয়োজন তাদের থেকে গোপন

www.dawateislami.net

রাখবে এমনকি সেটার সমাধান নিজেই অন্বেষণ করবে এবং সেই প্রয়োজনগুলো গোপনীয়ভাবে পূরণ করবে এবং নফল ইবাদতের জন্য সময় বের করবে। (মিনহাজুল আবেদীন, পৃ: ৮৬)

(২৬) ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর আল্লাহ ভীতি

মুসলমানদের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: যদি আমি রাতে ঘুমায় তবে (রাত ইবাদতে অতিবাহিত না করে) নিজের ক্ষতি করি। আর যদি দিনে ঘুমায় তবে প্রজার ক্ষতি করি, এখন এই দুটি বিষয় সামনে রেখে আমি কিভাবে ঘুমাতে পারি? (মিনহাজুল আবেদীন, পৃ: ৮৭)

(২৭) বুযুর্গদের জীবনী ধারণ করার জন্য

(১) যদি তোমরা বুযুর্গদের জীবনী ধারণ করতে চাও তবে নিজের মধ্যে মুসিবত সহ্য করার শক্তি তৈরি করো। (২) প্রত্যেক অপছন্দনীয়র সময় নফসকে সম্মানিত এবং অন্তরকে ধৈর্যশীল বানাও। (৩) জিহ্বাকে বন্দী রাখো এবং চোখকে লাগাম দাও। (মিনহাজুল আবেদীন, পৃ: ৮৮)

(২৮) আল্লাহ ওয়ালাদের সংস্পর্শের গুরুত্ব

সর্বাবস্থায় আল্লাহ ওয়ালাদের সংস্পর্শ অবলম্বন করুন এবং কষ্টের উপর ধৈর্যধারণ করাই উত্তম। (মিনহাজুল আবেদীন, পৃ: ৯৬)

(২৯) বন্ধুদের সাথে সাক্ষাতের দুইটি শর্ত

হুযুর নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে বললেন: زُرۡ غِبًّا تَزۡدَدۡ حُبًّا অর্থাৎ কখনো কখনো সাক্ষাত করো ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে। (মুজামু কবীর, ৪/২১, হাদিস: ৩৫৩৫, মিনহাজুল আবেদীন, পৃ: ৯৬)

www.dawateislami.net

হাদিসের ব্যাখ্যা: মেলামেশার ব্যাপারে দুই ধরনের লোক হয়ে থাকে:

(১) ওই ব্যক্তি যার সাথে মানুষের ভ্রাতৃত্ব এবং গভীর সম্পর্ক রয়েছে, পরস্পরের মাঝে একনিষ্ঠতা এবং ভালোবাসার সম্পর্ক রয়েছে। বারংবার সাক্ষাতের দ্বারা বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি হওয়ার পরিবর্তে একে অপরের প্রতি ভালোবাসা তৈরি হবে। অতএব এই ধরনের বন্ধুর সাথে সম্পর্ক অধিক কল্যাণের কারণ।

(২) যেখানে ভালোবাসা গভীর হয় না, বরং লৌকিকতার পর্দা প্রতিবন্ধক, অন্তরের দূরত্বতা এবং সংরক্ষণতা রয়েছে, তবে এই ক্ষেত্রে অধিক সাক্ষাত বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি করে, সুতরাং এই ক্ষেত্রে বুদ্বিমত্তা হলো কিছুটা দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। এই ক্ষেত্রে কখনো কখনো সাক্ষাত পরস্পরের মাঝে সম্মান ও ভালোবাসা বহাল রাখে।

(রাওদাতুল উকালা ওয়া নুজহাতুল ফুদ্বালা, পৃ: ১১৬)

(৩০) অনর্থক সাক্ষাতের আগ্রহ

মানুষের সাথে অনর্থক ভালোবাসা ও সাক্ষাত রিযিক সংক্ষীর্ণতার আলামত, যখন তুমি দেখো যে, তোমার অন্তর অহেতুক মানুষের সাথে সাক্ষাতের এবং কথা বলার জন্য চাচ্ছে, তবে তুমি বুঝে নিও যে, তোমার আলাদা এবং বেকার থাকা তোমাকে এই অনর্থক কাজে আহবান করছে।

(মিনহাজুল আবেদীন, পৃ: ৯৮)

(৩১) মাহবুবের (প্রিয়জন) কথার স্বাদ

হযরত মূসা কালিমুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام যখন আল্লাহ পাকের সাথে কথা বলে ফিরে আসছিলেন তখন মানুষদের থেকে দূরে থাকতে লাগলেন, এবং

www.dawateislami.net

নিজের আঙ্গুল নিজের কানে দিয়ে দিতেন যাতে মানুষের কথা না শুনেন। আর তিনি মানুষের কথা থেকে বিরক্ত হতেন এবং ভয় অনুভব করতেন। সুতরাং তোমরা এটার উপর আমল করো যেটা আমাদের শায়খ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেছেন:

অনুবাদ: (১ তোমরা মানুষদের থেকে (অপ্রয়োজনীয়) দূরে থেকে আল্লাহ পাকের বন্ধুত্বের উপর সন্তুষ্ট হয়ে যাও। (২) ভালোবাসার মধ্যে সত্য থাকো চায় মানুষের মাঝে থাকো বা নাই থাকো। (৩) যেমন চাও মানুষের গবেষণা করো তুমি তাদেরকে শিশুদের মতো পাবে।

(মিনহাজুল আবেদীন, পৃ: ৯৮)

(৩২) হায়! নফসে শয়তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যেন জারি থাকে

হযরত ইয়াহইয়া বিন মুয়ায রাযি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সত্যই বলেছেন, শয়তান অবসর রয়েছে আর তুমি ব্যস্ত সে তোমাকে দেখছে অথচ তুমি তাকে দেখছো না, তুমি তাকে ভুলে যাচ্ছ কিন্তু সে তোমাকে ভুলে যাওয়ার নয়। আর স্বয়ং তোমার স্বত্তায় তোমার বিরুদ্ধে শয়তানের অনেক সাহায্যকারী রয়েছে। সুতরাং শয়তানের সাথে যুদ্ধ করা এবং তার উপর রাগান্বিত হওয়া জরুরী, অন্যথায় তুমি ধ্বংস থেকে ভীতিহীন হতে পারবে না।

(মিনহাজুল আবেদীন, পৃ: ১০১)

(৩৩) শয়তানকে তাড়ানোর দুটি পদ্ধতি

যদি তুমি প্রশ্ন করো আমি কোন জিনিসের সাথে শয়তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো আর তাকে কিভাবে দূরে তাড়িয়ে দিবো? তো মনে রাখুন যে, সূফিয়ায়ে কেরামের رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ এই ব্যাপারে দুটি পদ্ধতি রয়েছে:

www.dawateislami.net

প্রথম পদ্ধতি: এক বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন যে, শয়তানকে তাড়ানোর এটাই পদ্ধতি যে, আল্লাহ পাকের কাছে আশ্রয় চাইতে থাকো, কারণ শয়তান একটি কুকুর, যাকে আল্লাহ পাক তোমার উপর নিয়োগ করেছেন, যদি তুমি তার সাথে যুদ্ধ করতে এবং তাকে দূরে তাড়াতে লেগে যাও তবে ক্লান্ত হয়ে যাবে এবং তোমার সময় নষ্ট হয়ে যাবে। আর এই কুকুর তোমার উপর বিজয়ী হয়ে তোমাকে কামড় দিবে এবং ক্ষতবিক্ষত করে দিবে, সুতরাং এই কুকুরের মালিকের (অর্থাৎ আল্লাহ পাক) দিকে মনোনিবেশ হওয়াটাই অধিক উত্তম যাতে তিনি তাকে তোমার থেকে তাড়িয়ে দেন। **দ্বিতীয় পদ্ধতি:** অন্যান্য বুযর্গগণ এই পদ্বতি বলেছেন যে, বান্দা মুজাহাদা অর্থাৎ খুব চেষ্টা করবে এবং শয়তানের বিরোধিতা করবে এবং দূরে তাড়ানোর উপর অটল থাকবে। আমি বলি যে, (অর্থাৎ ইমাম গাজ্জালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন) আমার মতে সর্বোত্তম পন্থা হলো এটাই যে, তুমি উভয়ই পদ্ধতি এক সাথে করে নাও, প্রথমে শয়তানের মন্দতা থেকে আশ্রয় চাও, যেমনিভাবে আমাদেরকে হুকুম দেওয়া হয়েছে। নিশ্চয় আল্লাহ পাক তার মন্দতা থেকে আশ্রয় দেওয়ার ক্ষেত্রে যথেষ্ট। এরপর যদি আমরা দেখি যে, সে আমাদের উপর বিজয়ী হচ্ছে তবে বুঝে নিন যে, আল্লাহ পাক আমাদেরকে পরীক্ষায় পতিত করেছেন যে, যাতে আল্লাহ পাক আমাদের খুব পরিশ্রম ও চেষ্টার সত্যতা এবং আমাদের ধৈর্য্যর পরীক্ষা নেন।

(মিনহাজুল আবেদীন, পৃ: ১০১)

(৩৪) নফসের কুপ্রবৃত্তির ক্ষতি

তুমি মাখলুখের মধ্যে যেই ফিতনা, গোমরাহী, গুনাহ এবং অপদস্ততা ও লাঞ্ছনা দেখবে এর কারণ নফস এবং তার কুপ্রবৃত্তিকেই

www.dawateislami.net

দেখতে পাবে। যদি এই নফস না হতো তবে মাখলুক নিরাপদ ও কল্যাণের মধ্যেই থাকতো। যখন এই শত্রু (অর্থাৎ নফস) এই পরিমাণ ক্ষতিকারক তবে বুদ্ধিমানদের জন্য আবশ্যক যে, তার থেকে বেঁচে থাকার প্রতি গুরুত্ব দিবে। (মিনহাজুল আবেদীন, পৃ: ১১৮)

(৩৫) নফসের শক্তিকে ভাঙ্গার তিনটি জিনিস

নফসের শক্তিকে ভাঙার তিনটি জিনিস রয়েছে: (১) নিজেকে নিজে কুপ্রবৃত্তি থেকে বাঁচিয়ে রাখা, কারণ যখন একগুয়ে পশু খাবার কম পায় তখন সে নরম হয়ে যায়। (২) নফসের উপর ইবাদতের বোঝা ঢালা, কারণ খাবার কম দেওয়ার পাশাপাশি গাধার উপর বোঝাও বাড়িয়ে দেওয়া যায় তবে সে অসহায় হয়ে কাবুতে এসে যায়। (৩) আল্লাহ পাকের কাছে সাহায্য চাওয়া এবং তার দরবারে কান্নাকাটি করা যে, যাতে তিনি তোমাকে সাহায্য করেন, কারণ তিনি ব্যতীত আর কোন উপায় নেই। (মিনহাজুল আবেদীন, পৃ: ১১৯)

(৩৬) আল্লাহ পাককে ভয় করো যেমনটি ভয় করা হক রয়েছে

মহান তাবেঈ বুযুর্গ হযরত মুজাহিদ (اِتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ)

(পারা ৪, আলে ইমরান, আয়াত: ১০২)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আল্লাহকে ভয় করো যেমনিভাবে তাকে ভয় করা অপরিহার্য। এর অর্থ এই ভাবে বর্ণনা করেন: আল্লাহ পাকের অনুসরণ করবে, নাফরমানি করবে না এবং তাঁর যিকির করবে, তাঁকে ভুলবে না এবং তাঁর কৃতজ্ঞতা আদায় করবে অকৃতজ্ঞতা করবে না।

(মিনহাজুল আবেদীন, পৃ: ১৩০)

www.dawateislami.net

(৩৭) দৃষ্টির হেফাজত

বান্দা কখনো এমন দৃষ্টি দেয় যার কারণে অন্তর এমনভাবে বিগড়ে যায় যেমনিভাবে চামড়া বিগড়ে যায়, এখন এটা থেকে কখনো উপকার লাভ করা যায় না। (মিনহাজুল আবেদীন, পৃ: ১৩৬)

(৩৮) কামভাবের জন্য সবচেয়ে ভালো প্রতিবন্ধকতা

হযরত সায়্যিদুনা যুননুন মিসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: কামভাবের জন্য সবচেয়ে ভালো প্রতিবন্ধকতা হলো দৃষ্টি নিচে রাখা। (মিনহাজুল আবেদীন, পৃ: ১৩৭)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সূচিপত্র

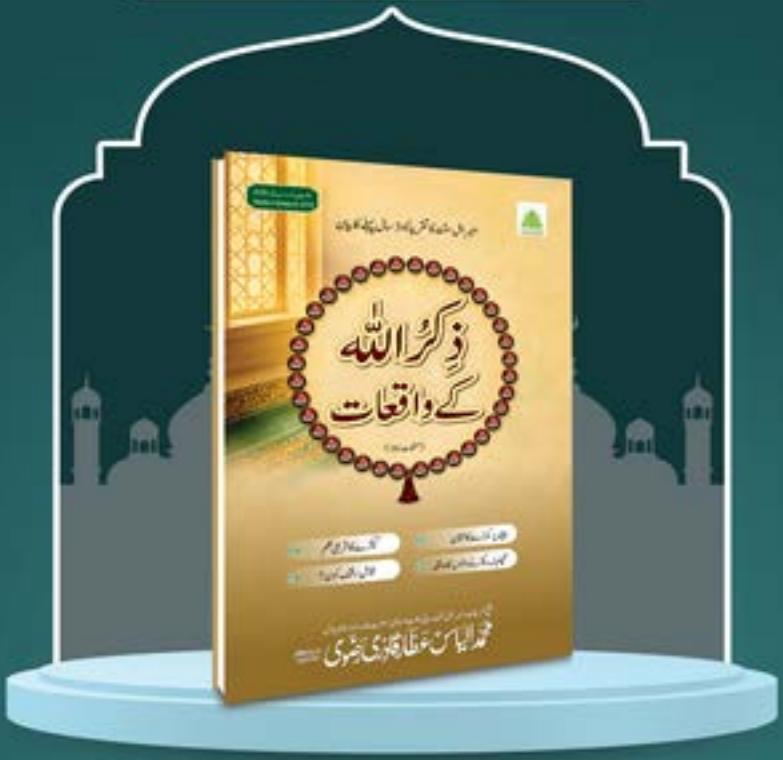
আত্তারের দোয়া:.....১
দরুদ শরীফের ফযিলত.....১
(১) জান্নাত ও জাহান্নাম.....২
(২) সফল লোক.....৩
(৩) ইবাদতের পূর্বে তাওবা.....৩
(৪) নফসকে কাবু করার জন্য.....৪
(৫) গুনাহ থেকে বাঁচার ব্যবস্থাপত্র.....৪
(৬) ইলম ও আমলের উদাহরণ.....৫
(৭) ইলমে দ্বীন শিখা আবশ্যক.....৫
(৮) ঝগড়া থেকে বাঁচুন.....৫
(৯) নাজাতের রাস্তা.....৬
(১০) ইলমের মুখাপেক্ষী.....৬
(১১) গুনাহের ফলশ্রুতি.....৬
(১২) পরিপক্ক তাওবা নসীব হবে.....৬

www.dawateislami.net

(১৩) প্রত্যেক গুনাহ থেকে বাঁচা সম্ভব ৭
(১৪) তাওবার বরকত ৭
(১৫) সত্যিকার তাওবা কত বড় সৌভাগ্য ৭
(১৬) গুনাহ করবেন না, যদি হয়ে যায় তবে তৎক্ষনাৎ তাওবা করুন ৮
(১৭) অন্তরের কালিমার আলামত ৮
(১৮) আল্লাহ পাকের নেককার বান্দার শান: ৯
(১৯) জীবনে একবার এমনও করুন: ৯
(২০) ইবাদতের মধ্যে কিভাবে অন্তর অবনত হবে? ১০
(২১) বন্ধুর শত্রু ১০
(২২) আউলিয়ায়ে কেরামের رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ শান ১১
(২৩) প্রয়োজন থেকে অধিক হালাল ব্যবহার করার উদাহরণ ১১
(২৪) পরিচিত ব্যক্তিদের দুঃখ ১২
(২৫) ওলামা ও মুফতীয়ানে কেরাম এবং সর্বসাধারণের সাথে মেলামেশা ১৩
(২৬) ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর আল্লাহ ভীতি ১৪
(২৭) বুযুর্গদের জীবনী ধারণ করার জন্য ১৪
(২৮) আল্লাহ ওয়ালাদের সংস্পর্শের গুরুত্ব ১৪
(২৯) বন্ধুদের সাথে সাক্ষাতের দুইটি শর্ত ১৪
(৩০) অনর্থক সাক্ষাতের আগ্রহ ১৫
(৩১) মাহবুবের (প্রিয়জন) কথার স্বাদ ১৫
(৩২) হায়! নফসে শয়তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যেন জারি থাকে ১৬
(৩৩) শয়তানকে তাড়ানোর দুটি পদ্ধতি ১৬
(৩৪) নফসের কুপ্রবৃত্তির ক্ষতি ১৭
(৩৫) নফসের শক্তিকে ভাঙ্গার তিনটি জিনিস ১৮
(৩৬) আল্লাহ পাককে ভয় করো যেমনটি ভয় করা হক রয়েছে ১৮
(৩৭) দৃষ্টির হেফাজত ১৯
(৩৮) কামভাবের জন্য সবচেয়ে ভালো প্রতিবন্ধকতা ১৯

www.dawateislami.net

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা



মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net